EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-5566-2000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

জন কেরি
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

৮ই মার্চ, ২০১৫

প্রতিদিন, বিশ্বজুড়ে আমরা নৃশংস সহিংসতায় ভুক্তভোগী নারী ও মেয়েদের ঘটনা পড়ি। ইরাকি নারীদের অপহরণ, আইএসআইএলের দ্বারা ক্রীতদাস, নাইজেরিয়ার বিদ্যালয়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের অপহরণ ও তাদের বিয়ে করতে বাধ্য করা, এই দু:খজনক ঘটনাগুলো মধ্যযুগীয় মনে হয়।

প্রায়ই, নারীদেরকে যুদ্ধের বোঝা বহন করতে হয়। যেখানেই ও যখনই ঘটুক এই ঘৃণ্য সহিংসতা বন্ধে যা কিছু সম্ভব তা করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। তবে এটি একুশ শতকের নারীদের গল্পের মাত্র একটি দিক।

আমি একটি ভিন্নধর্মী শিরোনাম, ও ভিন্নধর্মী বর্ণণা প্রস্তাব করতে চাই। যদিও তাদের কাজ সব সময় প্রথম পাতায় আসে না, নারীরাই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয় মোকাবেলা করছে। ব্যক্তিগতভাবে ঝুঁকির মধ্যে থেকে তারা দারিদ্র, বৈষম্য ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সংগ্রা ম করছে, যাতে তাদের পরিবার, সম্প্রদায় ও দেশ উন্নত জীবন যাপন করতে পারে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমার সফর করা প্রতিটি দেশে প্রতিটি দিন আমি নারীর ক্ষমতা দেখি। আফগানিস্তান থেকে, যেখানে তারা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করছে, লাইবেরিয়া পর্যন্ত যেখানে প্রেসিডেন্ট এলেন জনসন সারলিফ গণতন্ত্রের ভিত্তি তৈরি করছেন।

শুক্রবার, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর দশজন নারীকে আন্তর্জাতিক নারী সাহসিকতা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছে। আমাদের পুরস্কার প্রাপ্তরা, সারা বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধি, যারা শান্তি, নিরাপত্তা, নারী-পুরুষের সমান অধিকারকে এগিয়ে নিতে কাজ করে, কিন্তু তাদের

ব্যক্তিগত সাহসিকতার গল্প ইতিবাচক প্রভাব ফেলে যা নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিটি জায়গায় ফেলতে পারে।

কসোভোতে, সাংবাদিক আরবানা জাহারা, তার দেশের মৌলিবাদী চরমপন্থীদের নিয়ে ধারাবাহিক তদন্ত প্রতিবেদন লিখেছেন। তার নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর সাথে চরমপন্থীদের যোগাযোগের ঘটনা প্রকাশ পায় এবং বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধির হুমকি মৌলবাদী চরমপন্থা উত্থান এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করেছে। তার উদাহরণ, উদীয়মান গণতন্ত্রে কর্মরত নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্দীপ্ত করবে।

সিরিয়াতে চলমান গৃহযুদ্ধ এবং মানবিক সঙ্কট পুরো অঞ্চলটিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। ম্যজড চৌওরবাজি, মানবাধিকার রক্ষা ও বন্দীদের পক্ষে আইনী পরামর্শ প্রদানে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। যখন আসাদ সরকার তাঁর পরামর্শক কাজের জন্য তাঁকে গ্রেফতার ও জেলে প্রেরণ করে, তখনও তিনি কারাগারের নারী বন্দীদের নিজেদের সুবিচারের জন্য লড়াই করতে পরামর্শ দিতে থাকেন। তাঁর চেষ্টায় তিরাশি জন নারী বন্দী মুক্তি পায়। বর্তমানে লেবাননে বসবাসরত চৌওরবাজি, উমেন নাউ ফর ডেভেলপমেন্ট কেন্দ্রের মাধ্যমে সিরিয়ান শরণার্থী নারীদেরকে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়তা করছেন।

গিনিতে, মেরি ক্লেয়ারা চেকোলাদের মত নারীরা ইবোলা মোকাবেলায় সামনে থেকে কাজ করেছেন। গিনির রাজধানীতে অবস্থিত ডঙ্কা হাসপাতালের জরুরী বিভাগে সেবিকা হিসেবে চেকোলা, গ্লাভসের মত প্রাথমিক সুরক্ষা না থাকা স্বত্ত্বেও ইবোলা রোগীদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। যখন তিনি ইবোলা আক্রান্ত হলেন, তখনও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ও পরিবারের সদস্যদের রোগ থেকে রক্ষায় সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সুস্থ হয়েই তিনি আবারো কাজে ফিরে যান। গিনিতে তাঁর নেতৃত্বে ইবোলা সারভাইভার অ্যাসোসিয়েশন এর মাধ্যমে তিনি ইবোলা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন ও রোগমুক্তদের সম্পর্কে কুসংস্কার এর বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করছেন।

এই তিন নারী বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি ও বাঁধার মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু তারা প্রত্যেকে- এবং একইভাবে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, বলিভিয়া, বার্মা, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, জাপান ও পাকিস্তান থেকে আসা বাকি পুরস্কার প্রাপ্তরা - পরিবর্তনের কান্ডারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে মাথা উঁচু করে ও দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াবার পথ পেয়েছেন।

আমাদের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নারীর ক্ষমতা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র খুঁজে বের করা অপরিহার্য। এ ব্যাপরে প্রমাণও আমাদের কাছে আছে। যখন নারী ও মেয়েরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়, তাদের পরিবার ও সম্প্রদায় তখন আরো বেশি উৎপাদনশীল ও স্থিতিশীল হয়। অন্যথায় এর বিপরীতও সত্য: যখন নারীদেরকে বাদ দেয়া হয় ও তাদেরকে ভুক্তভোগী বানানো হয়, তখন সমাজকে গুরুতরভাবে ভুগতে হয়।

তাই, আমরা তাদের বিরুদ্ধে রণে ভঙ্গ দিব না যারা নারী ও মেয়েদেরকে দুর্বল করে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সমাজে কোনঠাসা করে রাখতে চায়। ধর্ষণকে আমরা কখনই দ্ধন্দ্বের প্রতিফলন হিসেবে মেনে নিব না। মেয়েদের কম বয়সে ও জোর করে বিয়ে দেয়াকে সামাজিক নিয়ম হিসেবে আমরা মেনে নিব না। এবং আমরা তাদেরকে ভুলবো না যাদেরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখা হয়েছে বা হচ্ছে। বরং, নিষ্ঠুরতা ও হুমকির মুখে সাহস দেখানোর জন্য আমরা তাদের সাহসিকতা কে সম্মান জানাই।

আজকের এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে- প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি দিনই, আমাদের দায়িত্ব রয়েছে সারা বিশ্বের নারী ও কন্যাদের অধিকার রক্ষায় চলমান সংগ্রামে একাত্ম হয়ে ও একসাথে কাজ করা যাতে তারা সার্বিক, সুস্থ ও সৃজনশীল জীবন কাটাতে পারে।

==========